দৈনিক ইনকিলাব

237

তারিখ ... AUG 03 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

প্রসঙ্গ ঃ একশ' ভাগ সরকারী মূল বেতন এবং যোগ্য শিক্ষক

সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের একশ' ভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এক তথ্য বিবরণী প্রকাশ করেছে। এ ঘোষণা বেসরকারী শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে একটি মাত্র প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সরকার অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শিক্ষককে উক্ত একশ' ভাগ বেতন প্রদান না করে শুধু বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কতিপয় শিক্ষককে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা রীতিমত শুধু নৈতিকতাবিরোধী নয়, মৌলিক অধিকারের পরিপন্থীও বটে। কারণ একই পদে, একই কর্মে, একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থেকে সরকার হতে দু'ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ বা প্রাপ্তি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। তা ছাড়া সরকারের নিরূপিত সংজ্ঞা মোতাবেক বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নিকট বা শিক্ষাদান কর্মে ততটা যোগ্য নাও হতে পারেন। এই ক্ষেত্রে উক্ত সুযোগ প্রদান সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী বয়ে আনবে। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেতৃ থাকাকালীন সময়ে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ১৯৯৪ সালে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের মহাবস্থান এবং মহাগণঅনশনে উপস্থিত হয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে বেসরকারী শিক্ষকদের আর কখনোই আন্দোলন করিতে হইবে না।" দীর্ঘ ৩ বৎসর পর এই যদি হয় দাবীপূরণের নমুনা তবে বেসরকারী

শিক্ষকদের বেতন প্রদান প্রসঙ্গে

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। যে দেশের লোক বেশী শিক্ষিত, সে দেশ তত বেশী উন্নত। বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম অনুন্নত দেশ। কারণ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন নিয়ম-কানুন নেই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন প্রদানে রয়েছে ব্যাপক অনিয়ম। কোন মাসের বেতন কোন মাসে প্রদান করা হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এমনও দেখা গেছে ৩/৪ মাসের বেতন বকেয়া থাকে। আবার অনেক সময় একমাসে তিনবার বেতন প্রদান করা হয়। যদিও শিক্ষা মন্ত্রী সংসদে বলেছিলেন, শিক্ষকদের প্রতিমাসের বেতন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রীর সে কথা হয়তো সংসদের বাইরে যায়নি। শিক্ষকতায় নানা ধরনের অনিয়ম-অবহেলা থাকার কারণে, অনেক মেধাবী লোক এ পেশায় আসতে চায় না। মেধাবী লোক এ পেশায় না আসলে মেধাবী ছাত্রও যে তৈরী করা সম্ভব নয়—একথা সংশ্লিষ্ট সকলের অনুধাবন করা উচিত। একথা সত্য যে, দেশের অন্য কোন বিভাগে বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম অবহেলা নেই। তাহলে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম -বহেলা কেন? পরিশেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি মাসের বেতন পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত অনুরোধ করছি।

—মোহাম্মদ রুহুল আমিন চপল, ইংরেজী শিক্ষক,
বিনোদপুর পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়, শরীয়তপুর।